মনু ধাওয়ান

দ্য আনপ্রোডিগাল

রূপান্তর

জহিরুল হক অপি

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

দ্য আনপ্রোডিগাল

মনু ধাওয়ান

প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

The Unprodigal by Manu Dhawan
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-94636-5-5

নিমন্ত্রণ

১ম অধ্যায়

ঝং ধরা পুরাতন ট্রেনটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের সিট থেকে ধপ করে পড়ে গিয়ে দুঃস্বপ্ন ভেঙে জ্ঞান ফিরলো যেন। ওদিকে এর আগে চড়া বাসে গিজগিজ করেছে লোক। ঘামের উটকো গন্ধ ছড়িয়েছিল সর্বত্র। কিন্তু এই ট্রেন কম্পার্টমেন্টটা প্রায় অন্ধকার। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসছে শুধু। আরিয়ান কোনোমতে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। পাশের এক যাত্রীর দেওয়া দেশি মদ খেয়ে চোখ ঝাপসা লাগছে।

আরিয়ানের প্রশস্ত গালে দাড়ি গজিয়েছে। বাদামী চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, অগোছালো লম্বা চুল ভিন্নতা দিয়েছে তাকে। মোটা শার্ট দেশি মদের গোলাপী রঙে ভিজে থাকায় বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। সে ওপরের সিটের দিকে তাকালেই দেখলো, তার যাত্রীবন্ধু চলে গেছে। কিন্তু একা যায়নি। বরং চুরি করে নিয়ে গেছে আরিয়ানের ব্যাগও। তবে, এখনো পাঁচজন যাত্রী বসে আছে এখানে। নেশায় আচ্ছন্ন মাথাকে সামলে নিতে হাত দুটো ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙলো সে। ব্যাগ চুরি হওয়া নিয়ে খুব একটা ভাবছে না আরিয়ান। সেখানে টাকা, কাপড়, টুথব্রাশ আর মোবাইল ছিল কেবল। গত একসপ্তাহে সে এসবের কিছুই ব্যবহার করার প্রয়োজনবোধ করেনি।

মেঝেতেই বসে রইলো আরিয়ান। বা'দিকে তাকিয়ে খেয়ালে এলো, বেশ ক'টি কৌতুহলী চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। এক বৃদ্ধলোক এসে তার পাশে বসলো। তার গায়ে সাদা কোর্তা আর লাল পাগড়ি।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন সাহেব?' লোকটা হিন্দিতে বলে উঠলো।

'অজানার পথে।' মৃদু কণ্ঠে বললো আরিয়ান।

সিট থেকে পড়ে গিয়ে এখনো ঘোরের ভেতরে আছে সে। তার কথা শুনে বৃদ্ধ বললো, 'আমরা সবাই-ই তো অজানা পথের যাত্রী। আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি কোন স্টেশনে নামবেন?'

আরিয়ান লোকটার দিকে ভালোভাবে ফিরে তাকালো। কেউ কি তাকে এখানে ফেলে চলে গেছে! বৃদ্ধের সম্পর্কে কৌতুহল হলো তার। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোন স্টেশনে নামবেন?'

'মুনাবাও' বৃদ্ধ বললো।

তারপর আরিয়ানের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পুরনো উত্তরের জন্য। সূর্যের উত্তাপে কালচে হয়ে আছে তার চেহারা। মোটা গোঁফ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর। বয়সের অভিশাপে যা দেখতে ধবধবে সাদা হয়ে আছে।

বৃদ্ধের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলে উঠলো আরিয়ান, 'ট্রেন থামলো কেন?'

'কী বলছেন আপনি?' নিজের গোঁফে তা দিয়ে বলল লোকটা।

জানালার দিকে একবার উঁকি দিয়ে আরিয়ান বলল, 'এই মাঝরাস্তায় ট্রেন থামবে কেন?'

সে কিছু বুঝতে পারছে না। তার ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটেনি। বৃদ্ধ লোকটা এবার আওয়াজ বড়ো করেই বলে উঠলো, 'আপনি জানেন না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

এ কথা বলতে বলতে সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে পুরনো খবরের কাগজে মোড়ানো চুরুট এগিয়ে দিলো আরিয়ানের দিকে। 'এটি আপনার ঘোর কাটাতে সাহায্য করবে। রানা আপনাকে যে পেসাব সমান মদ খাইয়েছে, তাতে টানা দু-দিন মাথা ব্যথা থাকবে ঠিক; কিন্তু আমার বানানো এই স্পেশাল চুরুট খেলে মাথাব্যথা ভয়ে পালিয়ে যাবে।' এই প্রথম ময়লা দাঁত বের করে হাসলো বৃদ্ধটা।

'আপনি ওকে চেনেন? বজ্জাতটা আমার ব্যাগ চুরি করে...' কথা শেষ করতে পারলো না আরিয়ান।

'পালিয়ে গেছে!' কথা কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করে বৃদ্ধ ফের বললো, 'জয়সিন্দর স্টেশনে দশ মিনিট আগেই নেমে গেছে সে। এতক্ষণে হয়তো আপনার জিনিসপত্র চোরাই বাজারের সম্পদ হয়ে গেছে। আর সত্যি বলতে, আপনার মতো লোকের সাথে এমনটাই হওয়া উচিত।'

একটানা কথা শেষ করে আরিয়ানের হাত থেকে চুরুট নিয়ে জ্বালিয়ে আবার ফেরত দিলো লোকটা। আরিয়ান বৃদ্ধের কথা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। লোকটা হিন্দির সাথে আঞ্চলিকতা মিশিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলছে।

এটাই আমার প্রাপ্য।

চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। চুরুটে ক'টান দিয়ে বুঝলো, চুরুটটা আসলেই ভালো। অবাক হয়ে আরিয়ান জিজ্ঞেস করল, 'মুনাবাওয়ে কী আছে?'

'আপনার হাতে যা আছে, সেটা।' নিজের হাতের চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললো লোকটা।

'কী!' যারপরনাই অবাক হলো আরিয়ান।

এবার ট্রেনের চারপাশটা দেখতে লাগল সে। ভয় হতে লাগল তার। এই ট্রেনটা সাধারণ কোনো ট্রেন নয়। সাধারণ নয় এই ট্রেনের যাত্রীরা। হাত শক্ত করে শরীরে চেতনা ফেরানোর চেষ্টা শুরু করল সে।

'আমরা আমাদের গ্রাম মুনাবাওয়ে গাঁজার চাষ করি। পাকিস্তান বর্ডারের আগে সবশেষ গ্রামটাই হচ্ছে মুনাবাও। এই ব্যাগগুলো দেখছেন? সবগুলো মালে ভর্তি ছিল।' পাশের সিটে রাখা পাটের ব্যাগগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো বৃদ্ধ। একদল মোটা গোঁফওয়ালার পাহারায় আছে ব্যাগগুলো।

'কিন্তু, কেন... মানে... এখানে এনে বিক্রি করেন কেন?' আরিয়ান তার ভয় লুকানোর চেষ্টা করছে। ব্যাগগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে ভুলেও তাকাচ্ছে না পাহারাদারদের দিকে। কিন্তু এই লোকটার মতো পাহারাদারেরাও সাদা কোর্তা

আর লাল পাগড়ি পরে আছে। এটুকু নজরে পড়েছে তার। এর মধ্যে ট্রেনটা বিকট আওয়াজ করে আবার চলতে শুরু করলো।

'আমাদের গ্রামের চাইতে এখানে বেশি লাভ করা যায়। মুনাবাও থেকে উটের পিঠে চড়ে গাঁজা জিরো পয়েন্টে যায়। সেখান থেকে যায় পাকিস্তানের খোখড়াপাড়ে। সেখানে প্রক্রিয়াজাত করে ইউরোপ আর মিডল ইস্টে পাঠানো হয়। গাঁজার মার্কেট ভালো।'

বৃদ্ধের কথা শুনে চোখ বড়ো হয়ে গেল আরিয়ানের, 'এক মিনিট! আপনি কী বললেন? পাকিস্তান! এই ট্রেন পাকিস্তানে যাচ্ছে?'

আরিয়ান উঠে জানালা খুলে বাইরে তাকাল। কম্পার্টমেন্টের পাগড়ি পরা বণিকরা আলো দেখে কপাল ভাঁজ করল।

'আপনি কি সত্যিই অজানার পথে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন?' হেসে উঠল লোকটা।

বাইরে তাকিয়ে ঘোড়ায় চড়া দুজন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানকে নজরে পড়লো আরিয়ানের। এছাড়া বিরান মরুর দিকে তাকিয়ে দুয়েকটা গাছ দেখা যায় শুধু।

'পাকিস্তান পৌঁছোতে আর কতটা রাস্তা বাকি?' চিৎকার করলো আরিয়ান। বণিকরা একটু ঘাবড়ে গেল এখন।

'দশ মিনিট পর ট্রেন মুনাবাও স্টেশনে পৌঁছোবে। এরপর যাবে জিরো পয়েন্টে। আপনি কী ভেবেছিলেন? ট্রেন আমেরিকা যাবে?' বৃদ্ধ আর তার পাহাদারেরা সস্তা রসিকতায় হেসে উঠল।

'আমি তো শুধু নিজের শহর থেকে পালাতে চেয়েছি। আমি কি জানতাম নাকি যে, ট্রেন পাকিস্তান যাবে। আমাকে পরের স্টেশনে নামতে হবে। এখানে কোথাও একটা মোবাইল পাওয়া যাবে?' ব্যাগ চুরি হওয়ায় এখন আফসোস হচ্ছে তার, 'আপনি কি আমাকে একটা ফোনকল করার জন্য কিছু টাকা ধার দেবেন?'

'হাসালেন সাহেব। এই নিন, আমার ফোন থেকে কল করুন। কিন্তু, মাত্র এক মিনিট। ঠিক আছে? ফোনে টাকা রিচার্জের এতো সামর্থ্য নেই আমার।'

আরিয়ানের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো বৃদ্ধ। আরিয়ান তড়িঘড়ি করে নাম্বার ডায়াল করলো। শুধুমাত্র বাবার নাম্বারটাই মনে আছে তার।

বাবার অ্যাসিসটেন্টের সাথে কথা বলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে বাবার কণ্ঠ কানে এলো। আরিয়ান কিছু বলতে পারার আগেই ওপাশ থেকে আসতে লাগল গর্জন। আরিয়ান ইংরেজিতে বলে উঠল, 'আমার কথাটা শুনো। আমার...আমার কিছু টাকা দরকার। আর কাউকে মুনিবাও...না! মুনাবাও এসে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি এমন একটা ট্রেনে আঁটকে আছি, যা পাকিস্তান যাচ্ছে। আমার ব্যাগ চুরি হয়েছে। আমার কাছে টাকা, মোবাইল কিছুই নেই। ট্রেনটাতে ড্রাগ ডিলারেরা বন্দুক হাতে বসে আছে। যারা হয় আমাকে মেরে ফেলবে, নয়তো পাকিস্তানে নিয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে। আমি স্টেশনে নামার চেষ্টা করবো। কাউকে পাঠাও, না হলে আমি প্রেস

কনফারেন্স ডেকে সব সত্যি বলে দেবো। তোমার সবকিছু একেবারে শেষ করে দেবো। বুঝতে পারছো?'

ফোনের ওপাশ থেকে তার বাবাও চিৎকার দিয়ে কিছু একটা বললেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর আরিয়ান বলে উঠল, 'তুমি শুনতে পাচ্ছো?'

বাবার কাছে থেকে উত্তর এলো তারপর।

'ঠিক আছে, এভাবেই হবে। এখন কাউকে পাঠাও, আর তাকে বলো...' আরিয়ান কথা শেষ করার আগেই মোবাইল ছিনিয়ে নিল বৃদ্ধ। ফোন কেটে দিয়ে মুচকি হাসলো সে।

'স্যার, আমি... ।'

আরিয়ানের মুখ থেকে চুরুট কেড়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল লোকটা। তার চেহারা থেকে হাসি সরে গেছে মুহূর্তে। আরিয়ানের দিকে এগিয়ে এসে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'হু আর ইউ?'

এই প্রথম ইংরেজিতে কথা বলে উঠলো লোকটা।

২য় অধ্যায়

শরীর ঝুঁকিয়ে হাত দিয়ে নীল রংয়ের ইয়োগা ম্যাট স্পর্শ করল ইয়াশ। সামনে থাকা বড়ো আয়নাতে তাকিয়ে সুদর্শন ট্রেইনারকে দেখা গেল। মেয়েটির অপরূপ চেহারার দিকে তাকিয়ে ইয়াশ ভুলে গেল তার পিঠের ব্যথার কথা। ছাপান্ন বছর বয়সে এসেও সে এখনো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তার জীবনে তেমন সংগ্রাম আসেনি। তাই হঠাৎ দেখলে যে কেউ বিশ বছরের যুবক বলে মনে করবে। গত সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ওয়ার্ক আউট করার কারণে পিঠে ব্যথা ধরেছে।

এখন ভোর ছ'টা। তেরো তলার জানালা দিয়ে ভোরের আলো এসে ঢুকছে। শহরের লোকেরা আরেকটি ব্যস্ত দিন কাটানোর জন্য যাত্রা শুরু করছে নিজেদের কর্মস্থলের দিকে। কিন্তু, ইয়াশের ইয়োগা রুমটা শান্ত। এয়ার কন্ডিশনারের মৃদু আওয়াজ আর সুন্দরী ট্রেইনারের কথা শোনা যায় শুধু।

'আর এখন ধীরে ধীরে উঠে আসুন। দীর্ঘশ্বাস নিন।' এই বলে ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুন্দরী ট্রেইনার। মাথা তুলতে গিয়ে ইয়াশের চোখ গেল ট্রেইনারের আকর্ষণীয় পায়ের দিকে। তারপর তার নজর কাড়ল ট্রেইনারের ঘামে ভেজা বুক। এরপর ইয়াশ মুগ্ধ হলো মেয়েটির নিখাদ চেহারার দিকে তাকিয়ে। ব্যায়ামে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চোখ বুজে নিলো সে।

অল্পবয়স্কা ট্রেইনার একদৃষ্টে ইয়াশের পরিপাটি চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। তার অগোছালো বাদামী চুলের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধতায় মগ্ন হয়ে পড়বে যেকোনো মেয়ে। সে সোজা হয়ে দাঁড়ালে লোমশ বুকের ঘাম দেখা গেল। কালো

রংয়ের ভি-গলার টি-শার্ট পরে আছে ইয়াশ। ডাম হাতে 'OM' লেখা একটা ট্যাটু।

সুন্দরী নারী আর অনেক পুরুষদের তোষামোদ পেয়ে ইয়াশ অভ্যস্ত। সে তোষামোদ পাওয়ার মতো বিত্তবান। জীবনটা মদের মতো। আর তোষামোদগুলোও। মদের মতোই তোষামোদকে সময় বুঝে গ্রহণ করতে হয়। ইয়োগা ইয়াশকে অতীত নিয়ে ভাবতে সাহায্য করে। এটা তাকে নিজের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে, মনে করিয়ে দেয় বাস্তবতা।

হ্যাঁ, আমার জীবনে ভালোর সাথে অনেক খারাপ কাজ করেছি। সবাই-ই তা করে। এই ট্রেইনারও নিজের স্বামীকে ধোকা দিয়ে আমাকে ভালোবাসছে।

দরজায় নক হতেই এসব চিন্তা থেকে ফিরে এলো ইয়াশ। তার ইয়োগার সময়ে কেউ তাকে বিরক্ত করে না। দরজায় নক করা ব্যক্তি তাকে ইয়োগা করতে দেখে ফিরে যাবে ভেবে চোখ বন্ধই রাখলো সে। কিন্তু, আবার দরজায় কড়া নড়ার শব্দ হলো। এবার জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে কেউ একজন।

'ভেতরে আসো' চেঁচিয়ে বলল ইয়াশ। মোবাইল হাতে নিয়ে গৃহপরিচারিকাদের একজন এসে বলল, 'স্যার, আপনার ছেলে আপনার সাথে কথা বলতে চান। তিনি বলছেন, এটা তার জীবনের প্রশ্ন। আর আপনার সাথে...।'

'আরিয়ান? সে ফিরে এসেছে? কোথা থেকে কল করেছে সে?' পরিচারিকার হাত থেকে মোবাইল নিতে গিয়ে কথাগুলো বলল ইয়াশ।

'আরিয়ান! কোন জাহান্নামে আছো তুমি?' ফোনের অপাশ থেকে আসা উত্তর শোনার জন্য থামলো ইয়াশ।

'কী! মুনাবাও আবার কী? তুমি সেখানে কীভাবে গেলে? আর এতোদিন কোথায় ছিলে? এভাবে কথা বলছো কেন? ড্রিংক করেছো তুমি?' আরিয়ানের উত্তরের জন্য ইয়াশ আবার থামলো।

'এসব পাগলামো করে তুমি শুধু নিজের ক্ষতি করছো। আর কিছু না। কাউকে কিছু না বলেই উধাও হয়ে গেলে। আর আজ এতো সপ্তাহ পর কল করে মাতাল অবস্থায় হুমকি দিচ্ছো!' ইয়াশ গর্জন করল। আবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য কথা থামালো সে।

তারপর আবার বললো, 'ঠিক আছে, আমি মানুষ পাঠাচ্ছি। সে আগামীকাল তোমাকে ফার্মহাউজে নিয়ে আসবে। ঠিক সময়ে কল করেছো তুমি। কাল ফার্মহাউজে পরিবারের সবাই আসবে, আর তোমারও সেখানে থাকা উচিত। এসব পাগলামো থামানোর জন্য সবাইকে অনেককিছু বলার আছে আমার। বুঝতে পেরেছো?'

আবার শান্ত হয়ে ছেলের উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো সে ওপাশ থেকে অস্পষ্ট কিছু শুনতে পেয়ে ফের চেঁচিয়ে উঠলো ইয়াশ, 'কী বলব? আরিয়ান? আরিয়ান, শুনতে পাচ্ছো...?'

ফোন কেটে গেল। একদৃষ্টে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ট্রেইনার তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমরা এই সেশনটা এখানেই শেষ করছি। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে।' শান্তকণ্ঠে ইয়াশ বলল।

'অবশ্যই। আমি বুঝতে পারছি।' এই বলে মেয়েটি মাদুর গুছিয়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

ইয়াশ জানালার দিকে এগিয়ে গেল। কাচের উপর হাত রেখে ভাবতে লাগলো। *সকল অশান্তির অবসান হতে চলেছে কাল।*

তারপর মোবাইল হাতে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করে বলতে লাগল, 'আরিয়ানকে পাওয়া গেছে। রাজস্থানে মুনাবাই না কী জানি নাম, সেখানে লোক পাঠাও। সে স্টেশনে অপেক্ষা করছে। খেয়াল রেখো, কেউ যেন ওর ক্ষতি করতে না পারে। আর তাকে সবসময় নজরে রেখো।'

ফোনের ওপাশ থেকে উত্তর এলে ইয়াশ আবার বললেন, 'আমি জানি না, সে ওখানে কী করছে। আমি শুধু জানি, তোমার লোকেরা ওকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

বেশ রেগে আছে সে। উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলতে লাগলো, 'ঠিক আছে। আর আজকের ইন্টারভিউয়ের কী খবর? তুমি নিশ্চিত যে, সাংবাদিকটা আমাদের হয়ে কথা বলবে? ওই মেয়েটাই কি ভালো হওয়ার নাটক করছিল, যতক্ষণ না আমরা...।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে। আর ওই চিঠিটার কথা মনে আছে? আগামীকাল আমি সবাইকে চিঠির কথা বলে দেবো।'

ফোনের ওপাশ থেকে আসা উত্তর শুনতে গিয়ে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ইয়াশ। তারপর বলল, 'আমি জানি, আমি কী করছি। এসব ফাজলামো আর না। দেখা হচ্ছে কাল।'

*****

'মেকাপ না করলে হয় না? আমার অসহ্য লাগে।' চকচকে আয়নার সামনে বসে ইয়াশ চিৎকার করে উঠল তার অ্যাসিসটেন্টকে লক্ষ্য করে। দু'জন যুবতী তার চেহারা আর চুলে মেকাপ করায় ব্যস্ত। আরও অনেক কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। সাংবাদিক মালতির সাথে সকালবেলার এক টিভি ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে সে। মালতি দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক। যে কীনা **দ্য রিয়েল মি** টিভি শো-য়ের উপস্থাপক।

'আমি দেখছি, কী করতে পারি। আয়োজকদের সাথে কথা বলে আসছি, স্যার।'

'ওদেরকে বলো, দ্রুত ইন্টারভিউ শুরু করতে।' ইয়াশের গলা এখনো ঝাঁঝালো হয়ে আছে।

'অবশ্যই, স্যার।' দ্রুত বেরিয়ে গেল এসিস্ট্যান্ট মেয়েটি।

মেকাপ চালিয়ে যাচ্ছে বিউটিশিয়ানরা। এরমধ্যে এক অপরিচিত নাম্বার থেকে কল এলো ইয়াশের ফোনে। ইশারায় মেকাপ থামাতে বলে ফোন কানে তুলে নিল সে।

'কাজ হয়ে গেছে?' কিছুক্ষণ থেমে উত্তর শোনার পর বলল, 'এইতো! আর কোনো ভুল নয়।'

'স্যার! সবকিছু রেডি। আপনি চলে আসুন।' অ্যাসিসটেন্ট ফিরে এসে জানালো। চেয়ার থেকে উঠে ইন্টারভিউ রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন ইয়াশ।

শেষ ক'মাস ধরে এই জাঁদরেল ব্যক্তির সাথে বেশ কিছু বাকবিতণ্ডা হয়েছে মালতির। এই মধ্যবয়সী সাংবাদিক অবশ্য কড়া প্রশ্ন করার জন্য পরিচিত। ইয়াশের দিকে হাত বাড়িয়ে মালতি বললেন, 'গুড মর্নিং, মি. রাও। কেমন আছেন?'

হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে ইয়াশ বলল, 'আমি ভালো আছি, মালতি। আপনার অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।'

'ইটস এ প্লেজার, স্যার। অনেকদিন থেকেই আপনার সাথে কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। হয়তোবা আজ আপনি এমনকিছু শেয়ার করবেন, জনতা যা আজ পর্যন্ত শুনেনি।'

'আমার জীবন একটা উন্মুক্ত বইয়ের মতো। আমার সম্পর্কে সবকিছুই মানুষ জানে।'

'আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন, স্যার।' ইয়াশের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মালতি ফের স্বাগত কণ্ঠে বললেন, 'প্লিজ, বসুন।'

ইয়াশ আজ এখানে এসেছে নেভি ব্লু রংয়ের স্যুট পরে। যা আঁটসাঁট হয়ে আছে তার সুঠাম দেহের সাথে। সাদা শার্টের সাথে সর্ষে রংয়ের টাই; তাকে মানিয়েছে বেশ। অনেক নম্রতার সাথে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলো সে। এ জীবনে ইয়াশ অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছে। আর ভালো করেই জানে, কীভাবে দর্শকের অনুভূতির সাথে খেলতে হয়।

'মি. রাও! এবার আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমরা শুধু আপনার স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স আর দুই সন্তানের কথা জানি। এই বেশি কিছু জানি না।'

'তা ঠিক মালতি। আমরা একসাথে থাকতে পারিনি। আমি মনে করি, আমার যা কিছু অর্জন, তা পাওয়ার জন্য এই ত্যাগটা প্রয়োজন ছিল। আর কী জানতে চাইছেন?'

'কদিন আগেই আপনি আপনার বাবা মি. আরিয়ামান রাওকে হারিয়েছেন। মি. রাও দেশের জন্য যা করেছেন, তা আমরা কখনোই ভুলতে পারব না। উনাকে হারিয়ে নিজেকে কীভাবে সামলাচ্ছেন?'

'এটা আমাদের জীবনের একটা কষ্টকর অধ্যায়। কিন্তু ওনার মূল্যবোধকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'আমরা শুনেছিলাম... বাবার সাথে আপনার খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না।'